ইনসাফের পতাকা

ইনসাফের পতাকা

ইমরান লস্কর

ছিন্নপত্র

ছিন্নপত্র

ইনসাফের পতাকা
ইমরান লস্কর

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০২৫
স্বত্ব : কবি
প্রচ্ছদ : ফারুক মুহাম্মদ
ছিন্নপত্র প্রকাশন
৩৬ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০
০১৭৮৯ ২৬৫০১৬, ০১৯৩৮ ৪১৬৬৫৩,
Khaledrahi15@gmail.com

মূল্য : ২৫০ টাকা

Insafer Potaka By Imran Laskar,
First Published Boimela 2025
Published by Chinnopotro
Price : 250 BDT
ISBN : 978-984-98894-2-7
http://rokomari.com/Chinnopotra

উৎসর্গ

যাঁদের শ্বাস-নিশ্বাস আমার ইহ ও পরকালের পাথেয়
যাঁদের দেখলে জান্নাতের কথা স্মরণ হয়–
আমার মা ও বাবার নুরানী চরণে।

সূচিপত্র

পদ্মপুকুরের জারজ শৈবাল

ইনসাফের পতাকা ৯
সিয়োনবাদ মুর্দাবাদ ১০
সম্প্রীতির বার্তা ১১
পাথরেরও মন আছে ১৩
ফ্যাসিবাদের কারাগার ১৪
বিষাক্ত গোলাপী দুই ঠোঁট ১৫
অসুরের কারাগার থেকে বলছি ১৬
উজানির শকুনচোখ ১৭
লাব্বাইক হে পরোয়ারদিগার ১৮
আমার বাঙলা ভাষা ২০
অখণ্ড কবিতা ২১
একদিন উড়ে যাব ২২
পরিচয় ২৩
সবুজ ডায়ারি ২৪
ভুলে গেছে স্বাধীনতার মানে ২৫
শাহাদাতের মরণ ২৬
মৃত্যু ২৭
একটা কলম চাই ২৮
শোকের আলো ২৯
এক মহাকালের ব্যবধান ৩০
সাদা পিরামিড ৩১
প্রণোদনার প্যাকেজ ৩২
জঞ্জাল মুক্ত পৃথিবী চাই ৩৪

রক্তাক্ত জুলাই

বিষাদের পাহাড় ৩৫
স্বৈরাচারীর কারাগার ৩৫
ধিক্কার স্বৈরশাসক ৩৬
মওকা পেয়েছো, মওকা? ৩৬
জুলাইয়ের আর্তনাদ ৩৭
বিষাক্ত ফুল ৩৮
পানি লাগবে ভাই আর, পানি? ৩৯
ইনকিলাব জিন্দাবাদ ৪০
আমি মোহিনীর বুকে ৪২

জীবনের লেনদেন

সে কে ৪৩
আনিফা ৪৪
ভালোবাসার সাম্পান ৪৫
বিপ্লবী চেতনা ৪৬
বরণে তুমি ৪৭
সমুদ্রসৈকতসম ৪৮
একটি সাদা গোলাপের মৃত্যু ৪৯
সৌন্দর্যের উপমা ৫১
আমার মরণ হবে ৫২
মরীচিকাময় স্মৃতি ৫৫
ইসলামি জাতীয়তাবাদ ৫৭
মোহিনী, তোমাকে পাইনি কোথাও খোঁজে ৫৮
অনুশোচনা ৬০
ফুলের আঘাত ৬১
শূন্যের শূন্যতা ৬৩

পদ্মপুকুরের জারজ শৈবাল

ইনসাফের পতাকা

হে মুসলমান, কবে খুলবে তালাবদ্ধ মুখ তোমার
তুমি কি দেখোনি কুদুসে ভাইদের আহাজার?
আর কত ঘুমাবে তুমি; আর কত বলো
জাগতে হবেই এবার
উহুদ থেকে খায়বার; জিহাদ, জিহাদ দুর্বার।

হে বিশ্ববাসী, এই রক্তারক্তি খেলার পরিণতি কি?
তুমি কি সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনীর গ্রেনেড হামলা দেখনি?
মজলুম নিরস্ত্র মুসলিম মরছে
উল্লাসে ফেটে হাসছ তুমি?
তুমি কি মানুষ নও; মুসলিম কি মানুষ নয়?

হে মিল্লাতে ইবরাহিম, হে উম্মতে মুসলিমাহ
চোখ-মুখ বন্ধ ওদের, বিচার দাও তুমি কোথায়
কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা আর না দেখে
এবার তবে ঘুরে দাঁড়াও।

তোমাকেই লড়তে হবে
তোমাকেই করতে হবে কুদুস মুক্ত
জাগতে হবে আবার
ইনসাফের পতাকা নিয়ে জিহাদ করতে হবে এবার।

আঁকশি, মে ২০২১ সংখ্যা

সিয়োনবাদ মুর্দাবাদ

মা, তোর লাল শাড়ির আঁচলটা দে ছিঁড়ে–
মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে–ঝড়ছে অঝোরে রক্ত
দালানের ধ্বংস্তূপে পড়ে আছে হাসনাতের মস্তিষ্ক।
আমার হৃদয়ের ফুলটা গেল মা উড়ে
আদরের হাসনাহেনা গেল মরে-চিরতরে।
ওর বন্ধুটাও আর নেই মা বেঁচে;
হেসে-হেসে চলে গেল মাখামে জান্নাতে।

মা, তোর সাদা শাড়িটা দে এনে
দাফনের কাজ শেষ করে যাব চলে–
ইয়াহুদির তাক করা কামানের নলের বিপরীতে।
সত্যের আগুনের দাবদাহে পোড়াব নিজেকে
তাতল রক্তের সৈকতে–তিলে তিলে করব আঘাত
ইমানি শক্তির মিষ্টি ঘ্রাণে পালাবে ন্যুজ হয়ে–
কোন একদিন, অভিশপ্ত জায়নবাদ খায়বারে।

মা, তোর হৃদপিণ্ডটা দে বুক ছিঁড়ে–
ইট পাথরের টুকরো শেষ, নেই যে মা আর কিছু পাশে
করব আঘাত সিয়োনবাদের জীবন্ত লাশের কবরে।

সম্প্রীতির বার্তা

যুগ যুগ ধরে যুগাবতারের আগমন
মানবিকতায় ছিলেন সফল সকল।
বিপর্যস্ত পৃথিবীর বুকে নেই স্বচ্ছতা
অগত্যাচারে লিপ্ত সন্ত্রাসী দানবেরা।
সুশীল সমাজ সভ্যতার শিয়রে
জাতি বিশ্বাসী উন্নতির রাজালয়ে
অন্ধ আমি, বন্ধ্যা বসুমতী
অক্ষিপল্লব গুটিয়ে রাখি তুমি আমি।
পৃথ্বীর কেন্দ্রে নেই আজ মানবতা
অনুভূতির সুপ্তস্থলে আঘাত হানি মোরা।
দানবের বৈশ্বানরে পুড়ে মসজিদালয়;
যেথায় মুসলিম জাতি সেজদায় রয়।
মানব বোধ, মানব প্রেম নিঃস্ব হায়
ক্ষমতার বলে রবের বাণী দাবানলে যায়।
রাখাইন সম্প্রদায় আজ সর্বহারা
ভারতের মুসলিম সমাজ প্রাণ হারা
উইঘুর মুসলিম পায়না স্বাধিকার
সিরিয়া, ফিলিস্তিনের মুসলিম হাহাকার
বিশ্বের কত নির্যাতিত মুসলিম–
শরনার্থীর কথা বলব আজ।
কবি গুরু নজরুল নেই আজ ধরায়
সাম্যের গানে প্রজ্বলিত হতো ধোঁয়ায়
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবশ্যকতার বার্তা
ভ্রম্মান্ডে ছড়িয়ে দিতেন বীজ দুর্মূল্যের ছায়া।
আর কত কি করলে টনক নড়বে তোমার
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হও সোচ্চার।
ডারউইনিজমে করিনা মোরা বিশ্বাস
হিটলারের ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদী মতবাদ–
চাইনা এ ধরায় আর।
এ মোর মানবিক বিশ্বের দরবারে আবদার।

❑

পুরানা কেবলা'র দিকে মোদের জয়যাত্রা
জুলুমবাজ ইয়াহুদীমুক্ত হোক আদি কা'বা
নীল আশমানের নিচে, স্বাধীন উমারের ফিলিস্তিনে
ফের জামা'আত হোক মিল্লাতে ইবরাহিমের।

৭

পাথরেরও মন আছে

তুমি চইলা গ্যালা–
কার্তিকের নরম মিষ্টি রোদে ছাতা মেলে
মেহেরচণ্ডী চারুকলার দিকে।
যেমন চইলা গ্যাছে–
তুঁত বাগান ঘেঁষে
লাল কংক্রিটের রাস্তাটা চারুকলার কৃষি অনুষদের দিকে।

আমার অবস্থাটা তখন মেঘের মতন
স্তব্ধ চারিদার–নড়ছে না তাল গাছের কোন চিরল পাতা
উড়ে গেল এক জোড়া শালিক মাথার উপর দিয়ে।
মূহুর্তেই দুইটি মোটরযান–
চইলা গ্যাল সামনে দিয়ে সাদা ধোঁয়া উড়িয়ে
যেমন উড়ায় আকাশে জুলুমবাজ ইহুদি–
হাইড্রোজেন বোমা আইয়ুবীর স্বাধীন ফিলাস্তিনে।

দু'কথা ভাবতে না ভাবতেই
চইলা গ্যালা তুমি যুগান্তরে
যেমন চইলা যায়–
হেসে হেসে ফিলাস্তিনি শিশু পাখা মেলে জান্নাতে
ইসরাইলের রকেট বোমা মিসাইলের আঘাতে।
তুমি চইলা গ্যালা–
কার্তিকের নরম মিষ্টি রোদে ছাতা মেলে
চারুকলার মেহেরচণ্ডীর দিকে
সাথে কংক্রিটের লাল রাস্তাট নিয়ে।

ফ্যাসিবাদের কারাগার

ভেঙেছে মোদের মৃত্যু ঘোর হাইড্রোজেন বোমার শব্দে–
বসন্তের কোকিল হাসে চুপিসারে সবুজের আড়ালে।
ঘুঘু ডেকে বলে শ্যামল কোকিলকে–
ওরা বুঝেনি ভাই এতদিনে ফ্যাসিবাদের রক্তচোষা আলাপ
মৃত্যু ঘুমে ঘুমিয়েছে কাতর, যেন হায়েনার হাসির সংলাপ।
কোকিল বলে–উড়তে পারি না আমি ডানা ঝাপ্টে আকাশে
দেখতে পারি না আমি পৃথিবীর আশপাশ;
আমার গানের শিস যেন ওদের মরণের হাসফাস।
চিরহরিৎ গহীন বনে লুকিয়ে করি আমি চিৎকার
যেন বন্ধি যেচে আজীবন ফ্যাসিবাদের কারাগার।

টুঁটি-টিপে মুখ চেপে কায়েম হয় যে ফ্যাসিবাদ
ইতিহাস সাক্ষ্য–চোখ রাঙিয়েও প্রতিষ্ঠা পায়নি–
আজীবন হিটলারের নাৎসিবাদ।
সাদা গোলাপের মৃত্যুতে চাপা কান্নায় রাতভর আর্তনাদ
দেখো দেখো তুমি– দ্যাখো কাঠের চশমা খুলে
শ্বশান-গোরস্থানে কত মায়ের সবুজ তরুণ গেল চলে–
তাঁরা ফিরবে না আর কোন কাল মহাকাল।
মৃত্যু স্বাদের ফাঁদে–বন্দি করে রাখবে আর কতকাল?
বলো–বলো তুমি, বন্দি করে রাখবে আর কতকাল?

জেগেছে সত্য, হবে মৃত্যুর মিছিল শহীদ কাফেলার
এমন গমনোদ্যতে করবে আদায় ফুলের জায়নামাজ–
ফ্যাসিবাদের লোনা জল থেকে পাবে মুক্তি–মাজলুম পরিবার।
স্বাধীন নীলাকাশে উড়বে; উড়তেই হবে শ্যামল কোকিল-ঘুঘুর
ভোরের সকালে গেয়ে যাবে, গানের সুরে মিষ্টি শিস
সুরে-বেসুরে আষাঢ়ের দখিনা বাতাসে দোলবে–
চিরল সবুজ মিহি আউশ ধানের শিষ।

৮

বিষাক্ত গোলাপী দুই ঠোঁট

সেকুলারিজমের বিষাদে বিষাক্ত গোলাপী দুই ঠোঁট–
করেছে জবানবন্দি ধর্ম নিরপেক্ষতার করাল গ্রাসে;
বর্গা নিয়েছে মস্তিষ্কের সেরিব্রাম-হাইপোথ্যালামাস–
কম্যুনিস্ট, সোসালিষ্ট, জাতীয়তাবাদের মূর্ছনার হুজ্জতে
রাতের গভীরের হিম-শীতল বাতাসে হাসনাহেনা-শিউলি
আর বেলীফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ আস্বাদন করা যায় কী করে?
কী করে বুঝবে গো সখী, ওগো প্রেরণাময়ী বিশালতা–
বিশালতার মুক্তাকাশে বন্দি আমার মাটির দেহখানা
যেমন বন্দি আইয়ুবী'র স্বাধীন ফিলাস্তিনে গাজার শতশত
নিরীহ প্রাণসবুজ কোমলমতি শিশু সেনা।

আমাদের বেঁধেছে শিকলে, কাঁটাতারের বেড়াজালে–
পরিয়েছে ডাণ্ডাবেড়ি-হাতকড়া বাহুতে কোমরে
কী করে বুঝবে তুমি, ওগো প্রিয় সখী খুশীলতা–
কত'যে মোলায়েম সুন্দর সাওম পালনকারীর চেহারা
দিয়েছে প্রবেশে স্বর্গের রাইয়্যান নামক পথের প্রতিশ্রুতি
অথচ তন্ত্রসাধনে দিয়েছে বাধা গোধূলিলগ্নে স্বাধীন ভূখণ্ডে
খাবারের কুশীলব আয়োজন-ইফতার মাহফিলে।

কী করে বুঝবে গো সখী, ওগো প্রেরণাময়ী বিশালতা–
বিশালতার মুক্তাকাশে বন্দি আমার মাটির দেহখানা।
চারদিকে সেকুলারিজমের বিষাদে বিষাক্ত গোলাপী দুই ঠোঁট–
বলতে পারি না কিছু, পারি না দেখাতে লড়াইয়ের সক্ষমতা
নেই'যে বাহুবল, করেছে মস্তিষ্ক চুরি–আছে'যে মোর প্রাণ ছুটের শঙ্কা।

অসুরের কারাগার থেকে বলছি

আমি কবি'র ডাকে আর সাড়া দেব না
নিশীথ তিমিরে আহত আত্মার মোহে–
স্রোতস্বিনী পাহাড়ী রাস্তা পাড়ি দেব না
অসুরের কালো হাত স্বদেশের বুকে মৃত্তিকা
ধ্বংসে এটম বোমা রোপণ করছে; করুক,
আমি অশ্রুসিক্ত হবো না; আমি সাড়া দেব না।

ভাই মরুক অমর চাচা মরুক; নিহত সকল জাতি
পতাকা চোর বেইমান নির্মুলে কবির আহ্বানে–
আমি কান খাড়া করব না; সাড়া দেব না আর।
মৃত মানুষের লাশে স্তূপ স্তূপে পাহাড় টিলা–
গড়ে উঠুক; কাতারবন্দি জানাজা আর না হোক
তবুও আমি কাঁদবো না, কবি'র ডাকে
গোলাপের রক্তে রাজপথ আর রঞ্জিত করব না।

স্বদেশ কুঁরে খাচ্ছে, খাউক বিক্রি করে মাটি
দাদার ভিটেমাটি অসুরের হাতে দেব সামান্য পয়সায় বিক্রি!
যাব ভিন গ্রহ মঙ্গলে, অসুরের কালো থাবা রুখতে–
দাঁড়াব না কবি'র ডাকে প্রতিবাদে।
সাড়া দেব না কবি'র ডাকে আর!

কবিতার ভালোবাসার মোহে ডায়েরির খুঁজে–
জন্মাবধি লিখছি কালো কলম ধ্বংসে।
ধ্বংস হোক অসুর–
নষ্ট হোক দশ আঙ্গুল!
নিহত আত্মার মোহে মাকড়সার জালে আটক
বন্দি আমি যেচে আজীবন অসুরের কারাগারে।

উজানির শকুনচোখ

উজানির শকুনচোখ পড়েছে সেই কবে–
শহীদের পবিত্র স্বাধীন জায়নামাজে
যে জমিনে ধ্বনিত হয় দিনে পাঁচবার
নিয়মকরে, 'আল্লাহু আকবার।'
পানিতে নয়, মারছে ধুঁকেধুকে শুদ্ধি জলে।
সেই বাঁধের আঘাতের অভিঘাত–
পুরো শরীরে ধরেছে পচন অবিরাত।
মাজলুমের স্বাধীন আকাশে বাতাসে
চিলের থাবা দিয়েছে সেই কবে–
নীলাকাশে নীলিমারা কাঁদে বুক ফেটে।
নদীপথ অধিকারে পাশাখেলার–
আয়োজন শেষ হয়েছে সেই কবে
অশ্রুসিক্ত নয়নে কেঁদে নদীর পানি–
বাড়াই স্বাধীনতার নামে-বেনামে।
এবার দিয়েছে উজানি মাছরাঙার–
তীক্ষ্ম দৃষ্টি দেশের অভ্যন্তরীণ রেলপথে
সাহেবের বেশে ইংরেজ সাব-এরা
বসে আছে অচেতন হৃদয়ে ছদ্মবেশে।

উজানের শকুনচোখ পড়েছে সেই কবে
শহীদের পবিত্র স্বাধীন জায়নামাজে
বিষাক্ত কসাইদামার ইতরতার দর্শনে
হারাবে 'দরশনা-চিলহাটি' দিনেদিনে।

লাব্বাইক হে পরোয়ারদিগার

তোমাকে পাওয়ার লাগি–
হে পরোয়ারদিগার, তোমারে পাওয়ার লাগি
ছুটে চলি, ছুটে যাই তোমার পরশের আবেশে
পাখির কিচিরমিচির শব্দধ্বনির আগে সুবহে সাদিকে,
মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠের মধুর আজানের বাণীর পূর্বে।
দরুদ পড়ে মসজিদে প্রবেশে-মৃদু নীল সোডিয়াম আলোয়
ঠুকরে ঠুকরে কান্দি, যাই সেজদাই লুটেপুটে
কাতর শরীরে, নরম মনে তোমার কুদরতি পায়ে
আঁখির লোনাজল, করি আহাজারি–
তোমারে পাওয়ার লাগি–
হে পরোয়ারদিগার, তোমারে পাওয়ার লাগি
চাতক পাখির মতন ছাদের আবরণ ছেঁদিয়া
চাহি নীলাশমান থেকে সপ্ত আশমানে
হাতের দুই তালু তুলিয়া–
ফটিকজলের মতো, গোনাহগার পাপিষ্ঠ আমার প্রতি
চাই তোমার এক জাররা দৃষ্টি
তোমারে পাওয়ার লাগি
হে পরোয়ারদিগার, তোমারে পাওয়ার লাগি।

তোমাকে পাওয়া যায় এই জগৎ সংসারে যেথায়
উচাটন মন লইয়া খুঁজি আমি তোমায় সেথায়
মসজিদ থেকে পাহাড়, পাহাড় থেকে হিমালয়
প্রমত্ত পদ্মার বুকে পাই যদি তোমায়–
জীবন বাজি রাখিয়া, তোমাকেই চাই
তোমাকেই চাই, হে পরোয়ারদিগার, তোমারেই চাই
তোমার দেওয়া এই জীবন, তোমারই সৃষ্টি পৃথিবী মহাকাশ–
বসুমাতার তরে, তোমাকে পাইতে যাইয়া যদি
জীবন উৎসর্গ করতে হয়-তব তোমারেই চাই।

তোমারেই পাইতে চাই, হে পরোয়ারদিগার
তোমারেই পাইতে চাই

তোমারে পাইয়া গেলে স্বৈরাচারীর দেশে মুক্ত বাতাসে
থাকতে হবে না দাগী কারাবন্দির ছদ্মবেশে
হুঙ্কার দিয়ে উঠব আমি-তোমারই নাম জপে
'আল্লাহু আকবার' বলব বজ্রকণ্ঠে।

তোমারেই চাই, হে পরোয়ারদিগার তোমারেই চাই
তোমারে পাইয়া গেলে–
ফাসিক মাজলুম পৃথিবীর দেশে দেশে
শিশুদের খুনে ভাসতে দেখব না কোনো ইহুদি কীট
মরবে না ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মতো-
কোনো মুমিন নর কিংবা নারী।
ধ্বংস হবে না কোনো আলয়, ছুড়বে না বোমা হাসপাতালে
কান্নার ঢেউ থেমে যাবে, অশ্রুসিক্ত নয়নে পদ্ম ফুটবে–
তোমারে পেয়ে গেলে।
তোমারে পেয়ে গেলে–হে পরোয়ারদিগার, তোমারে পেয়ে গেলে
পৃথীবাটা হবে শান্তির, হবে তোমারই আদর্শের আদলে
বয়ে যাবে বাতাসে আকাশে, সমুদ্রে হিমালয়ে
শান্তি! শুধু শান্তি।
প্রশান্তির ঘুমে সুবহে সাদিকে তোমারই আনুগত্যে
বলে উঠবে মাসজিদুল আকসায়-
লাব্বাইক হে পরোয়ারদিগার, লাব্বাইক তোমার পায়ে।

আমার বাঙলা ভাষা

আমার পরিচয় লাভ করেছি জন্মলগ্নেই–
আমি বাংলাদেশি, আমি বাংলাভাষী।
শহীদ বরকত, সালাম, জব্বার আমায় শিখিয়েছে
মায়ের মুখের ভাষা–
নিপীড়ন মেনে নেইনি, উত্তাল বাংলা।
আমি জন্মেছি বাংলার মফস্বল এক টুকরো ভূখণ্ডে
যেখানে মানুষ কথা কয় শুধু বাংলাতে
আমি তো জন্মেছি সুধা বাংলায়
ভোর অন্তিমদশায় দেখতে পাই সবুজে সবুজ-
পাখির কিচিরমিচির মধুর ধ্বনি এ ধরায়।
আমি বুঝি ওদের মনের ভাষা
আমি বলি পাখির ভাষায় কথা।
যে ভাষা শিখিয়েছে আমার বাঙলা মা
করেছে রক্ষা সালাম, বরকত আরও কত নাম অজানা।

আমি নইকো ভিনদেশী সাদা চামড়ার মানুষ
আমি কালো, শ্যামলা, ফ্যাকাসে, কুৎসিত
সময়ের বাঁকে, জলের স্রোতে ভাসিয়ে দেইনি
আজন্ম লালন করা মুখের ধ্বনি, আ মরি।
আমার পরিচয় লাভ করেছি জন্মলগ্নেই–
আমি বাংলাদেশি, আমি বাংলাভাষী।

অখণ্ড কবিতা

শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে আঁকব আমি ছবি
রঙ তুলির ঐ লাল রঙে ফুটিয়ে তুলবো সবি
ছন্দে ছন্দে লিখবো আমি অমর কবিতার বাণী
বিশ্বমানচিত্রে সেঁটে আছে আমার দেশখানি।

বৃষ্টির ফোঁটায় সোনা ঝরে আমার দেশের বুকে
সোনালি ধানের পাকা ঘ্রাণে পাগল করে মোরে
ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে পথে ঘাটে ফুল ফুটে
এইসব দেখে ঈর্ষায় মরে পাশের দেশের লোকে।

আমার পতাকা আমার নিশানা বুকে রাখি বেঁধে
ক্ষণ জীবন বিলীন করবো আমার দেশের তরে
কে বলেরে ভাই, কে ভাবে–অখণ্ড ভারতের কথা
আমার বাংলা পৃথিবীর বুকে অখণ্ড এক কবিতা।

একদিন উড়ে যাব

একদিন উড়ে যাব ঝড়ো বোশেখের বিকেলে
তীব্র সমীরের বেগে ভেজা কাক শালিকের মতন–
নদী থেকে নদী, প্রান্তর থেকে মহা প্রান্তরের কালে
নীড়ের খোঁজে- প্রাণের স্পন্দনের কম্পন অনুভবে।
এই যাত্রাকালে সময়ের হিসেব করবো নাকো-
থাকবে নাকো অসীমে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছটা;
যেখানে বাবুই বাঁধিত বাসা সবুজ মিহি চিরলে–
চড়ুইপাখি আমিত্ববোধে থাকিত পরের দালানে।

আমি চলে যাব অসীমের মুক্ত আকাশের পানে
বিজন এই বাংলার ঘাসে বসব না একটুখানি
আমের বোলের মাতাল হাওয়ার ঘ্রাণ শুকবো না
কৃষকের নূতন ইরি ধানের গন্ধ নিব না আমি–
আমি থামব না, উড়ছি উড়ছি কেবল উড়ছিই
ডানা ঝাপটানি দিয়ে ক্লান্ত অবসাদে-
বিশ্রাম নিব না গ্রীষ্মের কাঁঠাল গাছের ডালে
পৃথিবীর নোনাপানির স্বাদ আহত করে না আমাকে।

স্বপ্নধনু, ৩য় সংখ্যা-২০২১

পরিচয়

কেন এসেছি পৃথিবীর তরে
এক টুকরো মাংসল পিণ্ডকে ভিত্তি করে
জানা অজানার শূন্যতার রহস্যময় খেলায়
আমি কী পেরেছি
আমি কী করেছি
হিশেব নিকেশ করিনি এ বসুমাতার বুকে।

স্বার্থের লোভে পৃথিবীর মায়াজালের মোহে
দিয়েছি কি আমি জলাঞ্জলি নিজ কর্ম দোষে
সত্যের বিপরীতে মিথ্যের ডিঙি নৌকায় চড়ে?
জানি পৃথিবীর মায়াজালের মোহের জ্বালা-
তৃষ্ণাতুর কাকের পিপাসার চেয়েও অধিক।
তবে কি আমার পরিচয় মানুষ নহে?

বিবেকহীন মানুষের ভীড়ে তুমি কেন–
সুশিক্ষিত সুনাগরিক বিবেকবান পরিচয় দিবে?
আমি মানুষ; জন্মেছি মানুষের সংস্পর্শে
তুমি পাগল; জন্মেছ মানুষে-
পাখি মানুষ নয়; কুকুরও নয় তা
তবে কেন দিবে ভর্ৎসনা মানুষে মানুষে?

জানি পৃথিবীর মায়াজালের মোহের জ্বালা-
তৃষ্ণাতুর কাকের পিপাসার চেয়েও অধিক।
তবে কি আমার পরিচয় মানুষ নহে?

সবুজ ডায়ারি

একটা সবুজ রঙের ডায়েরি ছিল আমার।
রেখা টেনে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কত বর্ণ, কত অক্ষর–
কত শত শব্দের বুননে বেশ একটা উপন্যাসের
আখ্যান সাজিয়েছিলাম;
শব্দগুলো একটু অগোছালো বৈকি একটা দারুণ উপন্যাস!

হঠাৎ একদিন–
বৃষ্টিস্নাত রাতে বৈশাখী ঝড়ে বয়ে খড়কুটো নির্মিত–
কুঁড়েঘর পশ্চিমা সমীরে মিশে গেলো বুলেটের বেগে।
আমি নির্বাক চেয়ে রইলাম ছনের কুঁড়েঘরের দিকে
অসহায়ের কালো চেহারা রঙ ধারণ করলো ফ্যাকাসে।
আর আমার ডায়েরি–
এই বৃষ্টিসিক্ত ভিতরটা ভেজে থকথকে গাদ হয়ে গেল।
তাই ফের আসিনি এগিয়ে, উপন্যাসের প্লট মনের গহীনে
'সাজাতে'।

ভুলে গেছে স্বাধীনতার মানে

একটা গুলি, বুক ছিদ্র করে বের হয়ে গেল।
রক্তাক্ত দেহের সাদা পাঞ্জাবিটা ঈষৎ লাল রঙে
বিকট রঙিন যেন ঠিক নিশানের
সবুজের বুকে খচিত লাল বৃত্তটাকেই করে ইঙ্গিত।
চোখদুটি ঘোলাটে লাল। আকাশ ভেঙে পড়ছে,
অন্ধকার হয়ে আসছে যেন চান্নি-পসর নেই বিন্দুকণা।
অতঃপর, এই ব্ল্যাকহোলের কৃষ্ণ গহ্বরের ন্যায় সাড়ে
তিন হাত গভীরের অন্তিমে চলে গেল।

একটু কাঁপলো না প্রাণটা?
কার বুকে গুলি ছুড়ছি? কিসের নেশায়,
কিসের আশায় কিংবা লাভে সত্যের মিছিলে
নরপিশাচের ন্যায় জঘন্যতম গণহত্যার কাজ করছি?
আজ মানুষ তার স্বজাতি মানুষকে চিনে না;
চিনে না ভাই ভাইয়ে; বাংলাদেশকে চিনে না।
ভুলে গেছে স্বাধীনতার মানে!

শাহাদাতের মরণ

আমি আসব ফিরে মা, তোমার কোলে
আর ক'টা দিন পরে আসব তোমার তরে
দেখিব তোমায় ভালোবাসার দু'নয়ন ভরে
ইদুল-ফেতরের কেনাকাটা করব ঢের মেলে।

আমি আসব ফিরে মা, তোমার সন্নিকটে
পবিত্র রমাদ্বানের তারাবির নামাজ শেষে
হাদিয়া আমি যা-ই পাই মা শাড়ি নিব কেনে
আমি আসব ফিরে মা, তোমার অতি নিকটে।

এই বলে দিল দৌড় ফোন কলটা শেষে
লাব্বাইক মিছিলে শক্ত ইমানের তাগিদে
ভয় নাই প্রাণে রবিউল ইসলাম ভাইয়ের
আল্লাহর আকবার ধ্বনি তোলে বারেবারে।

সাফল্যময় মিছিলে ছত্রভঙ্গ করল বঙ্গহানা
ছুঁড়ল গুলি রবির বুকে করল না কেউ মানা
রবি ভাই পড়ল ঢলে লাল সবুজের ভূমে
নাই নাই প্রাণ, গেল চলে ওপারের অন্তীমে।

মা-র ক্রন্দনে আকাশ পাতাল স্তব্ধ হয়ে যায়
রবি কইছিল, এই ইদে শাড়ি দিবে আমায়
কোথায় রবি আমার, কোথায় তুই গেলি
দিনরাত নির্ঘুম মায়ের কান্নার আহাজারি।
এইভাবেই খালি হলো সতেরো মায়ের কোল
কত সন্তান রক্তাক্ত হলো পাইনি খোঁজে কূল
হে আল্লাহ কবুল করুন শাহাদাতের মরণ
তাওহীদী ভাইগণ মরতে চায় রবিউলের মতন।

মৃত্যু

মরণ, এতো অমোঘ সত্য বিধাতার নিজ বাণী
যেদিন বাজিবে ঘণ্টা মরণের বার্তাখানি,
প্রাণটা, থাকবে না এই সোঁদা ঘাসের বাংলায়।
কুয়াশার ভীড়ে কোন শীতের অন্ধকার ভোরে–
হেঁটে হেঁটে যাব না মৃত তালগাছটার গোড়ায়
পাতিহাঁসের প্যাক-প্যাক ধ্বনি কর্ণকুহরে-
হৃদে তরঙ্গ সৃষ্টি করবে না–পাশের রাস্তায়
ব্যবচ্ছেদের ব্রিজের ছিদ্রে চড়ুইপাখি বাসা বাঁধবে কি?

সেদিন–
জনে জনে বড়োই পাতার গরম পানিতে গোসল–
বাঁশের কাঠির বেড়া দিয়ে মাটি দিবে ঠ্যালে ঠ্যালে।
এই বাংলার সাড়ে তিন হাত জায়গা শুধু আমার কোলে?
তবে কি, সন্ত্রাসী-চাটুকারিতার জায়গাটা সকলের?
এই বাংলার পবিত্র মাটি ঠাঁই দিবে কি ওদের?
যুগ যুগ ধরে ওদের কান্না শুনা যাবে মৃত্তিকার তরে–
আমি কর্ণপাত করেছি, শুনেছি শ্রুতিকটু চিৎকার
মৃত্তিকার প্রেম-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত কাঙাল।
আমার ভয় হয়, হাঁটু কাঁপে- রক্ত চলে না ঠিকঠাক
কবরে ঠাঁই হবে কী আমার?

একটা কলম চাই

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে–একটা তেজস্বী কলম চাই,
যে কলমের কালো কালির লেখনীতে
দূর্নীতিবাজদের গত হবে না কিছু; সন্ধ্যায় সন্ধ্যামালতির
মতন ফুটবে বর্ণ-অক্ষরে প্রতিটা লাইনে, গল্প-কবিতা
কিংবা উপন্যাসে দূর্নীতিবাজদের আপাদমস্তক।
একটা কলম চাই–যে কলম সবুজ-লাল-নীল রংধনুর
সাত রঙে রঙিন কখনো অস্ত্র, কখনোবা দাঁড়ালো তলোয়ার
দা-বটী রূপে ন্যায়ের জন্য ন্যায়, অন্যায়ের বিপরীতে অন্যায়
তেজারতি হয়ে দাঁড়াবে নরপিশাচদের সম্মুখে।

লিখতে লিখতে কপালের ভাঁজের লবণাক্ত ঘাম
নাকের ডগা বেয়ে স্পর্শ করবে ঠুঁটে, স্বাদ নিবে।
তবু ঐসব লেজেরনীতি, দূর্নীতি-কুনীতির শক্তি উপেক্ষা–
করে লিখবে অনবরত, ছাপাবে সংবাদে মিডিয়ার বুকে।
একটা কলম চাই– চাই কালো কালির মানের একজন
পক্ষপাতহীন সুশীল নর-নারী।
যে ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি
সমস্তনীতিতে প্রভেদ করবে না তন্ত্রে-অংগে-অবয়বে।
মানুষে মানুষ, অমানুষে অমানুষ বিশ্বাস সর্বত্রে।
এই মহৎপ্রাণ শক্তিশালী কলম, আমি পারব না
কাঁধে-মাথায়-হাতে বহন করতে!
যে কলম জন্ম থেকে মৃত্যুঅবধি অনবরত ক্লান্তহীন
লিখবে সবুজ পিরামিডে সত্যের বচন-কথন বাণী।
যে কলম হাল ছাড়বে না নিজ ঈষৎ লাল রক্ত দর্শনে;
কোন গোষ্ঠীর ডরে; থামবে না প্রাণের ভয়ে।
এই রূপ একটা কলমের বহনকারী চাই দেশে–
যে শূন্য থেকে চলবে ক্রমান্বয়ে
একের পর এক স্বাভাবিক সংখ্যার বৃদ্ধির গতিতে
সত্য তেজারতি কলম সৈনিকের দল গড়বে
সোনালি সবুজের এই দেশের বুকে।

শোকের আলো

সুখের লাগি দৌড়াইয়া কুড়াইলাম এক দণ্ড শোক
হাসি তবুও এই দুনিয়ায় আমার নাই কোন দুখ।
শোকের মহাসাগরে সাঁতার কেটে পাই নাই কোনো কূল
কাঁদি তবুও এই বসুমাতায় নাই কোন আমার অভিযোগ।
বেলা শেষে রক্তিম সূর্য ডুবে হয় ঘন তিমির রাত
আলোর খেলায় মেতে উঠে স্বআলোহীন চাঁদ।
আলো নেই আলোতে অধুনা সমতল পৃথিবীতে
সুখে শোক অনড় মিছে মায়ার মৃত্যুর মিছিলে।

খোদা আমি চাইনা আর; চাইনা সুখের আলো
যে আলোয় চকচক করে অভিশাপের কালো।
সুখ ঢের নীচ! খুঁজতে গেলে ফ্যাসিবাদের বাঁধা
শোক শান্তি! মৃত্যুর মিছিলে যেতে নাই কোনো মানা।
নাই কোথাও সুখ, কোথাও নাই মানব সুখী
সুখ দুঃখ যে একে অপরের পরিপূরক কীর্তি।
সুখের পেছনে ভেসে ভেসে পাইনি কোন কূল
হাসি তবুও কাঁদিনি অবতরণ করাই যে মস্ত ভুল।

এক মহাকালের ব্যবধান

এক শতাব্দী পরে, আমি এসেছি বাঙলার এক প্রান্তরে
শরতের সবুজের নরম ঘাস আর তরুলতা ছিড়ে–
মিছিলে আমি লাল ক্যানভাসে কবিতা লিখে।
যে ক্যানভাসে কবিতারা ফুল হয়ে ফুটে
যে কবিতা, কবিতার জন্যে ফুল আঁকে দোলে
আমি যাবই সেই মিছিলে, শত বাধা ডিঙিয়ে
লাল ক্যানভাসে কাজলে কবিতা এঁকে।

এক শতাব্দী পরে, ঘুরেফিরে ক্লান্ত পুরো শহর জুড়ে
দর্শনে আসেনি কভু, আঁখিদুটি ডুবে যায়নি-
কোথাও কোন কাল মহাকালে।
দেখিনি কভু এমন, লালের আভায় দুলছে কৃষ্ণচূড়া
যেথায় সহস্র-অযুত পাখিরা খেলে মগডালের চূড়ায়।

এক শতাব্দী পরে, তেপান্তরে আমি ক্লান্ত পথিক এক
তাকাই ক্ষীণ আশায় নীলাকাশে অসীমের ভীড়ে,
কাজল চোখের নীড়ে, আগুনলাল কৃষ্ণচূড়ার তীরে–
যেন এক শতাব্দী পরে, এক মহাকালের ব্যবধানে।

১৬

সাদা পিরামিড

দেখ কী করে লাগামহীন ছুটছে মানুষ
অমানবিক মৃত্যুর মিছিলে;
দুর্নীতির কালো পথে
ভুয়া রাজনীতির দিকে
যেমন বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ চেয়ে আছে
নিপুণ আকাশের পানে।

সত্য মিথ্যার ঘোলাটে মিশ্রণে ডুবে
মিথ্যার জয়জয়কার সত্যের বিপরীতে
অভিনয় হয় যদি গণতন্ত্র; তবে
রাজনীতি না হয় যেন
অভিনয় মঞ্চের মূলমন্ত্র।
দেখো, কী করে লাগামহীন ছুটছে মানুষ
অমানবিক মৃত্যুর মিছিলে।

আর কত, দেখব আর কত
আগুনের পোড়া মাটির স্বাধীন ক্যানভাস
পোড়ে যাক সব, মরে রক্তাক্ত হোক রাজপথ
তবুও সত্যের সাদা পিরামিড উদ্ধারে–
আমরণ যুদ্ধ করতে হবে শ্রেণি সকল।

প্রণোদনার প্যাকেজ

অর্থপিশাচদের পকেটে প্রণোদনার প্যাকেজ
খেটে খাওয়া ছোট লোক মানবের অর্থ শেষ।
অল্প ডাল চাউল আসিল যদি গ্রামে
মুখ দেখে মুগের ডাউল দিল হেসে
বাকিটুকু আত্মসাৎ সঞ্চিত নিজ ঘরে।
হায় হায় আত্মসাৎ কারী মানব–
তোমরা নরপিশাচদের চেয়েও দানব।
কিসে শান্তি,
নেই কোন মানবনীতি, হায়!

মার্কসের রাজনীতি বেগবান স্রোতের লেজনীতি
প্রণোদনা অদ্য চোরের দখলে, মরে গরিবী।
লেনিনে বিশ্বাসী করে বাস্তবায়ন দেশে চোরনীতি
স্বাধীনতা নাইকো দেশে, নেই দশ ফোঁটা উন্নতি।
কিসে নীতি,
নেই সমাজনীতি হায়!

মর্মর তিক্ত কথা শোনায় কে কারে?
জীবন নিঃস্বার্থ-নিঃস্ব বন্দুক বুলেটের আঘাতে
দুই চার লাইন লিখল যে জনা মিডিয়ার বুকে
তথ্য আইনে পিটুনি ডাল ভাতের অন্ধকার লকাপে।
কিসে সত্য,
নেই মুক্তি হায়!

জীবন বাজির খেলা জোয়ার আসরে
মরেও আত্মা শান্তি পায় না দেশের মাটিতে;
কত মায়ের কত ধন দিলো প্রাণ প্রণোদনা
হিসেব নাইকো রাষ্ট্রের ট্যালিখাতার দর্পণা।

বলে যাও রচনা করে যাও হে শান্তি প্রিয় ভাই
তোমার অশান্তির আহত আত্মাটাও মুক্তি চাই

গহীন তিমিরের গহ্বরে কত কাল দিবে তুমি
প্রাণ প্রণোদনা!
হায় হায় শান্তি
মেলে কিসে মুক্তি?

আমি রাস্তায় তুমি বিছানায়
তুমি উঠোনে আমার মরণে
আমি চলে যাচ্ছি দূর অজানায়
সেথায় উইপোকার কামড়েও শান্তি নাই!

এই ছোট কলম রঙ্গিন স্বপ্ন বুনে মনেমনে
মুক্তি পাবে উইপোকা থেকে
আহত আত্মা লড়বে এ দেশের বুকে
শান্তি পাবে একদিন আহত আত্মা বনে-বনে।
ক্ষণে ক্ষণে মিলবে মুক্তি, মিলবে ঢের শান্তি!

জঞ্জাল মুক্ত পৃথিবী চাই

কিশোর তুমি করছো কি জাতির জ্ঞানালয়ে;
কিসের জন্য আসছো তুমি এই শিক্ষালয়ে?
জ্ঞান গরিমায় পণ্ডিত হয়ে দাঁড়াবে পাশে বাবার
সংসারালয়ে আসবে সুখ হাসিবে তোমার বাবা।
গুছিবে কান্না, মুছিবে দুঃখ দুখিনী গৃহিণী মায়ের
তোমারই তরে সকল আবদার পূরণ হবে সবের।
তুমি কেমনে অতীত ভুলে গিয়াছ কিশোর?
বাবার অভিমান; জননীর ভালোবাসা আছে কি মস্তিষ্কে?
শৈশবে যখন ফিরতে বাড়ি গোধূলিরও পূর্বে
কাঙালি বাবা প্রতীক্ষা করতো তোমারই জন্যে।
কখন আসবে ফিরে!
যখন আসবে খোকা, দেবে তুলে ভাত পাতে
বাবার ক্ষুধা নিবারণ হতো তোমারই তৃপ্তিতে।
তুমি ভুলিলে কি করে?
নিয়মানুবর্তী চলাচলে করিতে তুমি রীতিমতো
এ রুটিনের খেলাপ হলে বাবা হতেন খুব রাগান্বিত।
তুমি রাজন ডরে-ভয়ে কম্পিত হতো সমস্ত অঙ্গ!
সিংহের গর্জনে শরণ কেবল মায়েরই আঁচল।
তোমার স্মৃতি পড়ে কি মনে? ধরায় অবলায় আছো কি ভেবে?
অনুজা তোমার অধ্যয়নরত মহাবিদ্যালয়ে
করিতে কত খুনসুটি তুমি দিবারাত্র ঘিরে
হৃদগহিনে ভালোবাসো কত বলা হয়নি তারে।
অজ্ঞাত ছেলের হাত ধরে হাঁটতে দেবে তুমি তাকে?
করিনি এমন ভাইয়ের দর্শন এ তাবৎ কালে।
এমন দৃশ্যে দৃশ্যমান কালে হয়না যদি অনুতপ্ত সে;
কবি মহাজন করিবে সম্বোধন কুলাঙ্গার ভাই তাকে।
লোহিত কণিকা লাফিয়ে উঠে আঘাত আনিবে হৃদে;
অক্সিজেনহীন মিল্কিওয়ে দেখাবে মুখাবয়ব কিসে?
হিমালয় অভিযানে সহ্যশক্তি অপার সৌন্দর্য্যের আশা
তুমি পারিবে কি করে মাহারাম মেয়ের হাত ধরে ঘুরা?

রক্তাক্ত জুলাই

ফ্যাসিবাদের অনলে পোড়েছে দেশ,
দাহ হলো কত মায়ের কত সন্তান।
সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিমকে জানাই লাল সালাম।

বিষাদের পাহাড়

জুলাই ৫, ২০২৪

তোমার প্রস্থানে বুকে গড়েছে বিষাদের কালো পাহাড়
আমি এখন শাহবাগ-প্যারিসে অধিকার আদায়ে সোচ্চার।

স্বৈরাচারীর কারাগার

জুলাই ৬, ২০২৪

স্লোগানে স্লোগানে ফুল দিব তোমার আকাশে
পতাকা হাতে বাহু-তর্জনী গর্জে–
দ্রোহ, বিদ্রোহ ও প্রেমে মুখরিত হবে রাজপথ
মিছিলে মিছিলে!
মেধা! টুঁটি চেপে, কণ্ঠরোধ করে–
তোমাকে পাঠাতে চায় যে পথ ধরে–
স্বৈরাচারীর কারাগারের প্রকোষ্ঠে
সে পথই হবে শাহবাগ-প্যারিস
যৌক্তিক বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলনে।

ধিক্কার স্বৈরশাসক

জুলাই ১৭, ২০২৪

প্যারিস রোড ফুঁড়ে বীর জোহা স্যারের বুক ছিঁড়ে
ছুড়লো টিয়ারশেল সাউন্ড গ্রেনেড সাঈদদের বুকে
ধিক্কার, প্রশাসন!
ছিঃ ধিক্কার স্বৈরশাসক!
এ বুকের জ্বালা নিভাতে পারবে না শতশত খুনে
লাল রক্তে ফের আঁকবো দেশ নূতনরূপে।
করবো ইতিহাস, লিখবো দ্রোহের কবিতা–
গল্প কিংবা উপন্যাস
গোলাপ কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ির সুরভি-সৌরভে।

মওকা পেয়েছো, মওকা?

জুলাই ৩০, ২০২৪

পরম করুণাময়ের পদ্ম-আসনে ছুড়েছো গুলি
পেয়েছো তুমি আজ মওকা
আবাবিল পাখিরা'সব ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলবে নুড়ি
তলিয়ে যাবে তোমার নওকা
যেমন ডুবেছিল ফেরাউনের বাহিনী নীল নদে;
মরেছিল নমরুদের গুণ্ডা
মওকা পেয়েছো তুমি, মওকা?

জুলাইয়ের আর্তনাদ

জুলাই ৩১, ২০২৪

জুলাইয়ের তপ্ত দুপুরে যে ফুল গেল ঝরে
সে যে গেল চলে; ফের যদি–
কোন এক জুলাইয়ে সুবহে সাদিকে আজানের–
সুরের তালে ফিরে;
মিছিলে এসে বলে, তোমরা কি–
পারনি নেভাতে স্বৈরাচারীর বহ্নিশিখা গোলাপের সুরভিতে?
বিঁধে দিতে পারনি গোলাপের কাঁটা–
খুনি জালিমের অন্তরে!
কী বলিব সেদিন স্লোগানে–মুখ ঢেকে লজ্জায়–
বাড়ি ফেরার পথে ফের ঝরে যাবে ফুল–
ফ্যাসিস্টদের বুলেটের আঘাতে।

বিষাক্ত ফুল

আগস্ট ৭, ২০২৪

বিষাক্ত ফুলের গন্ধে মাতাল সভ্য সমাজ
লাল শরাব পানে, নষ্ট নর্তকীর কোরাসে–
মেতেছে উন্মাদে সবাই, দৃষ্টি হায়েনাদের দেশে।
পরাধীনতার বিষাদে তিক্ত–
ডুবাতে চায় মুক্তির স্বাদ
অতল নীল দরিয়ার বুকে।
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে, মুসবাংলার স্বাধীনাকাশে
শান্ত মোহহীন পদ্মা-যমুনার সজীবতার তীরে
পিপাসিত নষ্ট ঈগলচোখ উড়বেই–
ঘূর্ণিবায়ুর বেগে।

পানি লাগবে ভাই আর, পানি?

আগস্ট ২০, ২০২৪

মুগ্ধ যখন বলে মুগ্ধতার সুরে–
পানি লাগবে ভাই, পানি?
বন্ধুপ্রতীম দেশ তখন বাঁধ ছেড়ে–
আমাদের দেয় পানি, যেন
ডুবে যায় জীবনের তরী।
পানি লাগবে ভাই আর, পানি?

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

আমার খুব মন চায়–
সফেদ নিশিবকের মতো গভীর রাইতে শব্দ কইরা স্লোগান তুলতে।
কলাবাদুড় যেমন সন্ধ্যারাইতে গোরস্তানের জারুল গাছে ডানা ঝাপটায়–
আমার কলাবাদুড়ের মতো ডানা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে আন্দোলনে যাইতে–
ফের ইচ্ছে করে।
গোধূলিলগ্নে শালিক, চড়ুই, বাবুই, কাক পক্ষিকূল যেমন–
বাঁশঝাড়ের বাসায় সঙ্গীনির খোঁজে চেঁচামেচি করে
আমার খুব ইচ্ছা করে, পাখিদের মতো বেপরোয়া কিচিরমিচির কইরা–
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ফের গড়ে তুলতে।

মন চায়, জুলাই বিপ্লবের বিপ্লবী বীর আবু সাঈদের
আব্বা-আম্মার মতো কাইন্দা কাইন্দা বুক ভাসাইতে
অজ্ঞান হইয়া যাইতে মন চায়, ভাইয়ের প্রতি বোন সুমির–
ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেইখ্যা।
মন চায়, চব্বিশের ফ্যাসিবাদ পতনের বিপ্লবে বিপ্লবী মুগ্ধ'র মতো–
আওয়াজ তুলতে, অ্যাই পানি, পানি। পানি লাগবে ভাই পানি?
মুগ্ধের পানি বিলানোর সেই আওয়াজ আমার কানে–
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে নিয়মিত।

সে আওয়াজ ঘুমাতে দেয় না আমায়, আঘাত প্রতিঘাতে।
তৃষ্ণার্ত মন বিপ্লবের পানে আরও পিপাসিত হয়।
আমার খুব ইচ্ছে করে, মুগ্ধ হইয়্যা–
চব্বিশের ফ্যাসিবাদ পতনের অভ্যুত্থানে যাই দৌড়ে–
বিলাই পানি, লাগবে ভাই আর পানি?
হঠাৎ, সাদা ধোঁয়া ভেসে আসবে,
চারদিক কাশ্মিরি বরফের ন্যায় শুভ্র হয়ে যাবে।
পাশে থাকা বন্ধুটা টিয়ার্শেল, সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দে
প্রাণরক্ষার্থে দৌড়ানোর সময় বলবে–
মুগ্ধ, চল, চল মুগ্ধ চল।

সামনে চেয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখবো কেউ নেই মোর পাশে।
সবাই যাচ্ছে পশ্চাৎপদে দ্বিগুণ গতিতে ফের ফিরবে বলে।
কোনো এক অজানা গুলি এসে বিঁধবে আমার বুকের পাঁজরে
শক্তিহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে যাবো শহীদ আবু সাঈদের জমিনে।
আমার খুব স্মরণ হয়, নূতন বাঙলাদেশের জন্মে
কত শত মায়ের কোল হলো খালি
ঝরে গেলো কত প্রাণ, ফ্যাসিস্টের গুলির আঘাতে
যেমন ঝরে যায় শিউলিফুল অন্ধকার রাতের গভীরে।

আমার খুব ইচ্ছে করে, ফ্যাসিবাদের পতনের অভ্যুত্থান যাই চলে–
শাহাদতের পেয়াল হাতে নিয়ে। যেমন শাহাদত বরণ করেছে
ফায়াজ, ওয়াসিম স্বৈরাচার পতনের বিপ্লবে।
আমি খুব স্বপ্ন দেখি, দুদণ্ড আনমনে ভাবি
আমাদের আগামীর প্রজন্মের সন্তান হবে কি
ফায়াজ, আহাদুন, নাইমা সুলতানাদের মতো?
যে নবজাতক বড় হয়ে মেনে নিবে না কোনো বৈষম্য
গড়তে দিবে না নব্য বাকশাল কিংবা ফ্যাসিবাদ।
ইস্রাফিলের শিঙার মতো হুঙ্কারে হুঙ্কার দিবে–
নিপাত যাক ফ্যাসিবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

আমি খুব স্বপ্ন দেখি, দুদণ্ড ভাবি আমাদের সন্তান হবে নাফিজদের মতো।
যে বড় হয়ে নিবে না কোনো অন্যায় মাথা পেতে
দিবে না গড়তে বাকশাল, স্বৈরাচার এ দেশের বুকে।
ইস্রাফিলের শিঙ্গার মতো দিবে হুঙ্কার
নয় ফ্যাসিবাদ, নয় বাকশাল
নিপাত যাক, নিপাত যাক, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অক্টোবর ১৬, ২০২৪
রাজশাহী

আমি মোহিনীর বুকে

চারদিকে চিৎকার আর হাহাকার
বুলেটের ধ্বনি, সাউন্ড গ্রানেডের প্রতিধ্বনি
ধোঁয়ায় কালোপাহাড় সেজেছে রাজপথখানি।
অন্ধকার এই মৃত্যুকূপ থেকে প্রতিরোধী জেনজি'রা
দৌড়াচ্ছে; সাথে দৌড়াচ্ছে মোহিনী উড়না হাতে–
কাধেঁর ব্যাগ বুকে নিয়ে।
নিরাপদ আশ্রয়স্থলের আগেই পথ আগলে
করলো আক্রমণ জেনজিদের উপরে।
আমাকে মেরো না ভাই
আমাকে আর মেরো না!
নিরুপায় কণ্ঠে বলা এই আদুরে মোহীনিকে–
হেলমেট বাহিনী স্ট্যাম্প দ্বারা করলো আঘাত সজোরে
আমাদের মুক্তিকামী মোহিনীর উপরে।
আমি হুশ হারিয়ে ফেলি–
দৌড়ে পালাতে চাই, পারিনা যেতে মোহিনীকে রেখে।
মোহিনী, ও আমার মোহিনী!
হাঁটু ভাঁজ করে যেই কোমলমতী বিপ্লবী মোহিনীর ঘাড়ে–
হাত রেখে হাত তাকাইলাম চিরচেনা চাঁদকপালের দিকে;
বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, আমাকে!
লীগার এক পুলিশ ছুঁড়লো গুলি আমাকে নিশানা করে!
মূহুর্তেই আমি ঢলে পড়ি মোহিনীর বুকে।
আমি মোহিনীর বুকে, মোহিনী আমার বুকে
চিরনিদ্রায় চইলা গেলাম স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে।

জীবনের লেনদেন

মানুষ
ভালোবাসা'য় বাঁচে,
ভালোবাসা'য় মরে।

সে কে

আমারে ডাকে যে ঘনকালো অন্ধকার নিশিতে
দেখিবার লাগি পুকুরের ধারে থোকায় থোকায়
জোনাকির মিটিমিটি 'ঠাণ্ডা আলো'–সে কে?

আমার স্বপ্নের পৃথিবীতে আসে যে পরীর বেশে
এক লহমায় উড়াইয়া নিয়া যায়–দূরের ফিলিস্তিনে
বদর থেকে তাবূকে, আকাশের পানে–সে কে?

আমার নিত্যকার ডায়ারির রঙহীন চিঠির পাতায়
যে ঠিকানাবিহীন লেখায় চিঠি দিনরাত
সে চিঠির পাঠের নীরব পাঠক যে–সে কে?

আমারে যে লেখায় বর্ণ অক্ষরে কতশত কবিতা
স্বপ্নে, অলীকে কিংবা কখনো বাস্তবরূপে; কবিতায়
আসে জোনাকির মরিচাবাতির আলেকরূপে–সে কে?

আমারে ডাকে যে সে তো আসে শরতের ফজরে
রক্ত আলতা গালে, জ্যোতি মেলে কপালে কালো
টিপ এঁকে; সমুদ্রবায়ুতে কবরী এলোমেলো করে।

সে যে আসে হেমন্তের নরম রোদে–রোদশী হয়ে
অরুণ রাঙা গালে একটা মিষ্টি শুভ্র হাসি এঁকে।

আনিফা

তোমার অবয়ব যেন ইমামের সুললিত কণ্ঠে–
ভেসে আসা সূরা আর-রহমানের ডালিম ফল।
আনারের ভেতরে যেমন থাকে স্ফটিকের মতন;
থোকায় থোকায় লাল লাল দানা;
তুমি যেন অপরূপ লালাভ বেদানা।
তুমি কখনো সূরা আবাসার সেই আঙুর ফল;
তুমি কখনো পাঁচ পাপড়ির গোলাপি নয়নতারা
তুমি যেন আকাশনিম বা সাহিত্যের সাদা হিমঝুরি;
তুমি সূরা ওয়াকিয়ার জলপাই, তুমি অপরূপ আনিফা।
হে আনিফা,
তোমাকে দেখি ফিলিস্তিনের গাজার রাস্তায়
তোমাকে কল্পনায় আঁকি মাসজিদুল আল আকসায়।
কখনো তোমাকে দেখি নামাজের কাতারে;
দিনে পাঁচবার নিয়ম করে সূরা ফাতিহায়।

সেপ্টম্বর ২০২৩

২৩

ভালোবাসার সাম্পান

প্রাচীরের ভেতর লুকিয়ে আছে ভালোবাসার প্রাণ
দুর্ভেদ্য দুর্গের ভেতরে বসবাস করো তুমি সাম্পান।
আঁখি তুলে তাকাইনি কেউ-দুর্ভেদ্য সেই দুর্গে
মাথাকাটা পড়তো তখন; বলি হতো তার সর্বাগ্রে।
এত কঠিন মন তোমার; যেন পোড়ামাটির ইটের নরক
সিমেন্ট, বালির ফুরসতে হয়ে উঠো অট্টালিকায় ফলক।

প্রাচীর ঘেরা দুর্গে তুমি; আছে লুকিয়ে তোমার মন
অসীম সাহস করে কেউ–করতে আসেনি সমর।
সুলতান আলাউদ্দীন যদি পারে করতে চিতোর জয়
একে একে করেছিল কঠিন মেবারও বিজয়!
আমার কুঠিরের সেনাপতিও আঘাত হানিবে তোমাতে
জয়ের নিশানা উড়াবো আমি; প্রাণোচ্ছলে হাসিতে।

নভেম্বর ৯, ২০২২ খ্রি
বিনোদপুর, রাজশাহী

বিপ্লবী চেতনা

বিপ্লবীদের মিছিলের স্লোগানে দেখি–
রাইফেল, বন্দুক, কামান
প্রতিটি গুলির আঘাতে বিদীর্ণ হয় বুক সবার।
যদি কোনো বিপ্লবীর থাকে প্রিয়া,
যে প্রিয়ার-রক্তে আঁকা অধর,
নীলিমার নীল চোখ–
যে আঁখিযুগল দুখণ্ড চাঁদের
স্নিগ্ধ মুখশ্রী-সে নয়নের পদ্মপুকুরে থাকে কি?
সে অবয়বের চেহেরা নয়নে নিয়ে–
বুক পেতে দেওয়া যায় রাইফেল, বন্দুকের গুলির সামনে।
হতে চাই আমি বিপ্লবী–
তোমার সুলেখা নয়নভরা স্বচ্ছ হাসিমেখে–
দিলখোলা হাসি হেসে দিতাম বুক পেতে তোমার চরণে।
ঘায়েল হইতো মন, তোমার আবেশে-পরশে।

বরণে তুমি

এই শহরে ফুটেছে যত ছাতিম ফুল
গুঁজে দিবো তোমার খোপার বাঁধনে–
শরতের কাশফুলের মতো স্নিগ্ধ তুমি
দোলা দিয়ে পাখি হয়ে উড়ে যাও–দূ'রে
যেমন উড়ে যায় সাদা মেঘের ভেলা
পেজা তুলোর মতো ভেলায় চড়ে
আকাশ থেকে আকাশে–
একেবারে চক্ষু সীমানার বাইরে।
এই শহরে রাত্রিশেষে ঝরে যত শিউলিফুল
বাঁশের ফুলদানিতে তুলে করবো অর্ঘ্যদান
তোমার রক্ত আলতা স্বর্ণকমলের দু'চরণে
হাসিখুশিতে প্রফুল্লচিত্তে ছুটবে ফুলদানির দিকে
যেমন ছুটে বেড়ায় ডুমুর খেজুরের খোঁজে–
চঞ্চল হলদে-পা বটকল পাখি গোধূলিলগ্নে।

এই শহরের সরোবরে ফুটেছে যত পদ্ম-শাপলা
ফুটেছে যত হলুদ কলকে আর হৈমন্তী–
থোকায় থোকায়, শত নীল পদ্ম আর
কলকে-হৈমন্তীফুলের নির্যাস তুলে দিবো
তোমার মেহেদি রাঙা হাতে–
যে হাত থেকে দীপ্তী ছড়ায় ঠিকরে ঠিকরে
রেখাপাত করে যায় আমার নির্মম হৃদে।
এই শহরে ফুটছে যত ছাতিম ফুল
গুঁজে দিবো তোমার খোপার বাঁধনে
শিউলি ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দিবো
তোমার অনিন্দ্য মনোহর কণ্ঠদেশে।

অক্টোবর ১৯, ২০২৪
নাটোর

সমুদ্রসৈকতসম

নীলাম্বরী তুমি জান কি-
তুমি চইলা গেলে এক বিন্দুও কষ্ট হবে না আমার
তুমি যে পথ ধরে হেঁটে হেঁটে যাবে বহুদূর
আমি সেই পথে চৈত্রের তুফানি বাতাসে বসে-
নিভৃতে থাকিয়ে থাকব তোমার দৃশ্যমান পর্য্যন্ত
তারপর, এই মাটির অণু পরমাণু গুনে গুনে
দেখব, কতটা দিন কতটা সময় কতটা ঘণ্টা ছিলে
আমার পাশে। তারপর, এই ধূলোময় শহরে
ফ্যাকাসে চেহারা ধুলোমাখা করে একা হাঁটতে চাইবো।
নীলাদ্রি তুমি বুঝ কি আমায়?
কতটা ভালোবাসলে তুমি আমায়–
তোমাকে নিয়ে ঐ পথ ধরে দিনের পর দিন ঐ রাস্তায়
বসে বসে কাটিয়ে দিব; করব না আমি বালির ন্যানোকণার হিসাব।

তুমি বুঝনি আমায়–
আমি চান্নি-পসর রাইতে ঝিনুক পোকার মিছিল দেখতে চাইছিলাম।
সেবার আমি তোমাকে না বলে–
একা একা গিয়েছিলাম ঐ আমগাছ তলার পুকুর পাড়ে; কিন্তু জান তুমি?
আমি একা ছিলাম না; দুইজন ছিলাম না–
শতশত ঝিনুক পোকার মিছিল দেখেছিলাম সেবার।
তোমাকে জানাইনি আমি; বলিনি কিছু সে রাতের কথা–
রেগে গেলে, অভিমান করে দুই দিবস দূরে ছিলে।
আমার সাথে চাঁদ ছিল; ঊর্ধাকাশে তারা ছিল
বিশ্বাস কর আমি মোটেও একা ছিলাম না।
বিশাল আকাশের বুকে নিঃসঙ্গ নক্ষত্রগুলো আমাকে পেয়ে–
যেন কেঁদেকুটে তারা সুখের মিছিল করেছিল।
আমিও আনন্দে বিমোহিত হয়ে নক্ষত্রের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলি।
তোমাকে বলা-ই হয়নি-
যখন বলতে চাইলাম; নানা কারণে ইতিহাসে
ঐতিহ্য হয়ে চলে গেলে ঐ বালুময় পথ ধরে।
বিশ্বাস করো, তুমি চইলা গেলে আমার সমুদ্র শুকাবে না
চৈত্রের খরা কিংবা মাঘের তীব্র শীতে–
আমার ফাঁটা ঠোঁটজোড়া আর বিড়বিড় করবে না।
একদণ্ড আষাঢ়ের বৃষ্টির ফোঁটার প্রয়োজনবোধও করবে না।
যতটুকু ভালোবাসা দিয়েছ আমায়; সমুদ্রসৈকতসম!
নীলাম্বরী তুমি জান কি–
তুমি চইলা গেলে একবিন্দুও কষ্ট হবে না আমার।

একটি সাদা গোলাপের মৃত্যু

মৃত্যুর খবর বেদনার খুউব–জানে পৃথিবীর মানুষ সকল
আপন মানুষের, প্রিয় জিনিশের মরণসংবাদ–
কতটা কষ্টের, ঠিক কতটা মর্মদাহ অম্বল–
জানে, কেবল জানে আপনজনে আর জানে
গোলাপের সুরভীর–অগ্রহায়ণের বাতাসে,
হেমন্তের দুপুরের আকাশে।
বুক ফাটা সে বেদনার কান্না হয়না নকল, কোন কালে।

যে বাতাস, যে আকাশ বুকে লয় সব সুখ
যে আকাশ, যে বাতাস চিত্তে ধারণ করে দুঃখ
সে আকাশ জানে, জানে কেবল আপনজনে।
সাদা গোলাপের মৃত্যুতে বুক ছিড়ে কত শত ভাগে।
মান-অভিমান, ঘাত-প্রতিঘাত, অভিযোগ-অনুযোগ ভ্রান্ত করে
ফিরে শেওলা পড়া উঠুনে, ফোটায় বেদনার গোলাপ–
বাড়ির আঙিনার চারপাশে।
কাঁদে তরুলতা, মৃত্তিকা, পোষ্য বিড়াল কিংবা প্রিয় মানুষে
যে মানুষের ছায়া ধারণ করেনি অগ্রহায়ণের বাতাসে
রোদপড়া হেমন্তের দুপুরের আকাশে।

প্রিয়তমা রুহিনী আমার, কখনো ছিড়েছো সাদা গোলাপ ভুলে?
উড়িয়েছো সে সাদা গোলাপের পাপড়ি–
ভুলে ভুল করে, প্রিয়মানুষের ভুল ধরি?
গোলাপের মৃত্যু হয়, হয় প্রাণীকুল সকলের
যে গোলাপের নাই সুগন্ধী, ধারণ করে না হেমন্তের আকাশ
সে গোলাপের লাগি, কেন বেপরোয়া মায়া হয়–
কেন লাগে কষ্ট রাতবিরাত সময়ে-অসময়ে?
ভেবেছো কখনো, দুদণ্ড দেখেছো ভেবে নিরালায়ে, নিরবে?

দেখিও ভেবে সময়ে, ফুল ফুলের জন্য–এ কথা শুভ্র সত্য
যে সত্য টেনে নিয়ে যায় পরকালে।

পাহাড়, সমুদ্র, নদী- এ তিন ত্রয়ে
যেথায় মিলে প্রাণ এক হয়ে–
সে প্রাণ কেন যায়, কেন যাবে দূরের অন্যাকাশে?
যে সুখ সংবাদে, সাদা গোলাপের মৃত্যু হয়–
হয়ে যায় সাদা গোলাপ ধূসর তামাটে রঙের,
সে ফুল বেঁচে রয় কি অন্তরে?
সে গোলাপ বেঁচে রয় কি তোমার হৃদয়ে?
প্রিয় মোহিনী আমার, গোলাপের মৃত্যুতে আমি ছন্নছাড়া–
এক উন্মাদ, রেখে দিয়েছি সেই ধূসর পাপড়ি বইয়ের পাতার–
ভাজে ভাজে। যেমন রেখে দেয় ভালোবেসে প্রিয়তমার চিঠি–
মনের সিন্দুকে তালা মেরে।
ফুল যে ফুলের জন্য, এ কথা ধ্রুব সত্য
মোহিনী, তুমি জানো কি তা?

সৌন্দর্যের উপমা

এই শহরে আজ কেমন যেন গভীর নিস্তব্ধতা,
বইছে না বাতাস চারিধার;
শালিক উড়ছে না আকাশে, লক্ষ্মীটি ফিরছে না বাড়ি
বোশেখের ঝড়-তুফানেও স্থির দাঁড়িয়ে গাছটির নাড়ি!
কালো হয়ে আসে দিন, রেগে তেড়েমেরে আসে সন্ধ্যা
সেই দিনকার, আজিকার দিনের গোধূলি-বিকেল–
তিলোত্তমা, তিল তিল করে দাঁড়িয়ে;
কালোতে সুন্দর, যেন চাঁদের মতো উজ্জ্বল
প্রীতির বাহনে করে অবলোকন-এই দিনটা।
প্রেরণাময়ী, প্রীতিলতা, সুদুরিকা–সুর সুর করে;
যে সুরে বাজে গিটার-উচ্চকিত আশপাশ
সেই গিটার আর কোমল হস্তের মধ্যেখানি স্পর্শক আঁকা যায় নাকি!
প্রিয় অ-নামিকা, অর্ধেক সুন্দর কবরীতে বাকি অর্ধেক হৃদে।
যে কবরীতে থাকে প্রোটিন-কেরাটিন;
যে সুন্দর বাস করে হৃদে, সে সুন্দরে থাকে কী?
হে কালো কেশের কবরী,
কালো টিপে যেন লাগে; এই শহরের অচেনা অজানা রূপসী
মনের গহ্বরের একজন পুরোধা মহীয়সী!

আমার মরণ হবে

তোমারে যেদিন হারাইমু আমি–
থাইমা যাইবো আমার জীবনের সব লেনদেন
আটক হইয়া যাইবো রক্তের স্রোত
কখনো করোনারি বাইপাস, কখনোবা পেসমেকার দিয়া–
চলবে আমার অর্ধমৃত বাকি জীবন।
নিশি রাইতে ব্যথার জলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া–
থাকাইমু আমি আকাশের শেষ তারারটার দিকে;
যে তারার আশেপাশের তারাগুলো নিভা যাইবো–
একেবারে; জ্বলবে না মিটিমিটি সুরে।
নিঃসঙ্গ চাঁদটা টানবে না কাছে
জ্বলবে টিমটিম আলোয় যেমন জ্বলে–
কুপিবাতির কেরোসিন নিঃশ্বেস হইয়া গেলে
পাটের সলতে পুড়ে-পুড়ে।
তোমারে যেদিন হারাইমু আমি–
উজানের সব বাঁধ ভাইঙ্গা যাইবো
ভারতের শুদ্ধি জল আইবো সুরমা, কুশিয়ারা দিয়া
যে সুরমা পাড়ের জাদুর শহরে–
তুমি ছিলে সন্ধ্যারাইতের খোশগল্পে।
করুণভাবে মনে আইবো–
বৈকালির কথা, জাকারিয়া পার্কের খুনশুটি
আইসক্রিমের ঠাণ্ডায় চোখ বন্ধ কইরা যখন দিলে–
এক টুকরো মুখে পুরে
সে পাকা ডালিমের মতো চেহারার জাদুর মায়ায়–
আমি ভুইলা যাইমু বানভাসীদের কথা
হুশ হারাইয়া ডুইবা যাইমু উজানীর শুদ্ধি জলে।
হুশ-বেহুশের উৎসবে মেতে, ফের তোমারে মনে অইবো।
তোমারে মনে আইলেই–
নিখিল আকাশ ভাইঙ্গা নামবো বৃষ্টি
বিড়ালছানাটা খড়কুটো কিংবা কোনো এক ছোট্ট ঝোপঝাড়ে গিয়া
উষ্মতার লাগি খুঁজবো সামান্য আশ্রয়

২৭

শুকনো মৃত্তিকার খোঁজে পিঁপড়েদের দল সারিবেঁধে ছুটবে
এদিক সেদিক ওদিকে।
কাঁচা হলদে ঠোঁটের শালিক পাখিগুলো উড়বে খাবারের খোঁজে–
এ পাড় থেকে ও পাড়ে, চেঁচামেচি করে।
এই সময়ে উজানের পানির স্তর পেট থেকে বুকে উঠবো
তখন আমি তোমায় দেখবো–
জলের প্রতিটা তরঙ্গে তরঙ্গে–যেমন দেখতাম ছায়াছবি–
প্রতি বৃহঃস্পতিবারে বাংলাদেশ টিলিভিশনে।
তোমায় দেখবো আমি স্বপ্নালোকে–
যে তুমি রাগ অনুরাগ বিরাগে; আমার হাত ফিরিয়ে দিয়ে–
করেছিলে বঞ্চিত আমায়, তোমার কোমল হাতের উষ্মতা থেকে।
সেই তুমি, সেই তুমি রাখছো হাত অন্যত্রে–
অবলীলায় দিচ্ছ তুমি বিলিয়ে গ্রীষ্মের উষ্মতা তারে।
বৃষ্টিস্নাত দুপুরে ভিজে ভিজে সোনালি কবরী বেয়ে–
বৃষ্টির পানি অধর স্পর্শ করবে
তোমার ভেজা কোকিল তনু লুটাইয়া পড়বে–
তোমার প্রিয়তমের বুকের উপর
ঘনঘন শ্বাসঅভিঘাতে কথা কইবা
হাঁফাইয়া উঠবা তুমি ফিসফিসে কথা কইতে কইতে
তোমায় হেচকা টানে বুকে লইয়া
যখন একেকার হইয়া যাইবা তোমাতে, তাহাতে
তখন তুমি আর তোমার সে–উভয়ে করবে সুখানুভব
বুকের ধরফড়ানি বাইড়া যাইবো
হৃদস্পন্ধনের স্বাভাবিক গতি বাইড়া যাইবো
উভয়ে প্রেমের উপভোগে মশগুল হইয়া–
পরম চির সুখের খোঁজে যাইবা বাসার দিকে...
স্বপ্নালোকের স্বপ্নভোজ দিবালোকে মিলাইতে যাইয়া–
আমি ফের দ্বিগুন গতিতে হুশ হারাইয়া ফেলমু।
আমি উন্মাদ, পাগল হইয়া বেহুশ হইয়া যাইমু
তোমার ওখানে বৃষ্টিবিলাস শেষে উষ্মপ্রেম
আমার হৃদ সাগরে দুই নদীর বাঁধ খুলে যাইবো।
সে উন্মত্ত ঢেউ–ঘূর্ণিঝড়ের বেগে আমারে–

বানে ভাসাইয়া লইয়া যাইবো।
তোমারে যেদিন হারাইমু আমি–
সেদিন নীল মাছরাঙাটাও মাছের খোঁজে দিশা হারাইবো;
উড়ে যাইবো মাথার উপর দিয়ে শাদা বক
বুলবুলি হারাইবে তালপাতার বাসা
বজ্রের ঘাত-অভিঘাতে, মেঘেরা কান্না করবে দিনরাত।

তোমারে যেদিন হারাইমু আমি–
ফুটবো না নিয়ম কইরা তিয়াসা ফুলের শুভ্র পাপড়ি
যখন আমি দিতে যাইমু টবে পানি–
আমার নদীর অশ্রুজল যাইবো শুকিয়ে
শক্তির প্রাচুর্যতায় ধুঁকেধঁকে অর্ধমৃত হবো একদিন
সেদিন তারারা ফুটবে না আকাশে
মেলবে না জোৎস্না নিয়ম করে।
চাঁদহীন সে অমবস্যার কোন অন্ধকার রাইতে–
আমার মরণ হবে।

মরীচিকাময় স্মৃতি

প্রিয়তমা তিয়াসা, চেয়েছিলাম তুমি আর আমি–
কালো বিদঘুটে নিশীথ অন্ধকার রাতে করব বিলাস চাঁদ
মিটিমিটি সোনালি আলোয় আলোকিত হবে তুমি
শীতল দৃষ্টিতে চেয়ে মুগ্ধ হবো, দেখব তোমায় নিশিরাত।
মৃত্তিকার সরু পথ ধরে–আঙ্গুলে আঙ্গুল রেখে
হেঁটে হেঁটে যাবো দূরে, বহুদূরে–
যতটা দূরে গিয়ে পেয়েছিল জীবনানন্দ, নাটোরের বনলতা সেনকে।

নিশীথ নিষ্কলঙ্ক নির্ঘন্ট রাত–শুনশান নিরবতা
কাঁঠগোলাপ পাপড়ি মেলে তাকিয়ে আমাদের দিকে।
শব্দহীন পরিবেশে আমাদের পায়ের মৃদু শব্দে–
খেকশিয়াল দৌঁড়ে পালাবে এপার থেকে ওপারে
একটু সামনে এলেই দেখা মিলবে মিলনায়তনের সামনে–
হলুদ কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে সোডিয়াম আলোয়–
ঘুমন্ত সাদা জোড়া কুকুর।
লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করবে
যেমন চিৎকার করে পোষাকুকুর বার্তা পৌঁছাতে মালিককে।
মূহুর্তেই কুকুরগুলো শান্ত হবে, তুমি করতে চাইবে আদর
গুজে দিব তোমায় দু'কানে হলুদ কৃষ্ণচূরা ফুল।
এক ঝিলিক হাসবে তুমি-যেমন হাসছিলে সেদিন
কলকে ফুলের মতন 'বৈকালীর' সন্ধ্যারাতে।

হঠাৎ ধমকা বাতাস, ভেসে আসবে ঘ্রাণ দখিনা সমীরে
হেনা-বেলি-চাঁপা ফুলের
মোহিত করবে তোমাকে, আমি মাতাল হবো তোমাতে
সোনালি কেশের আড়ালে।
সাদা নিশিবক উড়ে যাবে এক ডাল থেকে অন্যডালে
বাঁদুড় ডানা ঝাপ্টাবে দেবদারু গাছের মগডালে
তুমি তা দেখবে চেয়ে অ'বাক দৃষ্টিতে, দু'নয়ন ভরে।

মায়াবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তোমার; যাবে বিঁদে মোর হৃদয়ে–
যেমন বিঁদে যায় পাতার শ্যামলিমা–গোলাপের কাটার আঘাতে।
দেখতে দেখতেই যাবে ফুরিয়ে রাত–
ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে চলতে থাকবে সমবেগে
বলব তোমায়, প্রিয়তমা তিয়াসা আমার
মূহুর্তগুলো দিয়ে যদি ঘর বাধা যায় হৃদে
স্মৃতির সময় কেন যায় না রা'খা মনে বেঁধে?

ইসলামি জাতীয়তাবাদ

ফ্যাসিবাদের অনলে দাউদাউ করে জ্বলছো তুমি–
বুঝনি প্রিয়া তুমি মোর মনের গহীনের সুপ্ত বাসনা
রাতের পর রাত কেটে যায়–
ফিনিক পাখি ডানা ঝাপ্টায় শিরিশের মগডালে
তোমাকে বুঝাই বসন্তের নিশীথ রাতের অন্ধকারে–
যেমন বুঝায় মাসজিদের ইমাম জুম'আর খুতবায়
বিশুদ্ধ ইমান-আকিদা আগত মুসল্লিকে।
মা বুঝায় শিশু সন্তানকে- সদ্য গোসলের পর তেলমাখা–
শরীরে খাবারের গুণাগুণ শিশুর চরণে।
জাতীয়তাবাদী দল বুঝায় শাসিত সরকারকে–
সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদে 'কেয়ার টেকার সরকার'-এর দাবিতে
তোমাকে বুঝাই ঠিক এমনভাবে–যেমন হলে তোমাকে
কেয়ার করা যাবে–সুষ্ঠু নির্বাচনে পুলিশ-সেনাবাহিনী
দায়িত্ব পালন করে যেমনকরে।
তোমাকে বুঝাই আমি এমেরিকা-বৃটেনের দহরম মহরম–
সম্পর্কের গভীরে যে আছে নিষিদ্ধ ইশতেহারের বাণী
বুঝাই রাশিয়া-তেলআবিব-এমেরিকার এলায়েন্সের গোপন–
রক্তের বাঁধন–যেমন করে হয় আয়োজন মধ্য প্রাচ্যে বিস্ফোরণ।
কেন ইতিহাসে চীন-ভারত যুদ্ধ শেষে হলো পাক-ভারত যুদ্ধ
সময়ের পরিক্রমায় সিকিম পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ।
এভাবে বুঝাই তোমায় দেশ-বিদেশের কুটনীতিক সম্পর্ক
রাতের পর রাত কেটে যায়, ফিনিক পাখি ডানা ঝাপ্টায় মগডালে
তোমাকে বুঝাই আমি, বসন্তের নিশীথ রাতের অন্ধকারে।
এভাবে নিবেদন করি প্রিয়া তোমার চরণে–বুঝনি আমায়
ভোর হতে না হতেই পুঁজিবাদের দাহিকায়
তুমি দাহ হয়ে যাও ফের, ভুলে যাও পুরো আমায়।
এযে কেমন কঠিন ফ্যাসিবাদ-পুঁজিবাদ
মনের মানচিত্রে যদি আঁকা যেত ইসলামি জাতিয়তাবাদ
তুমি বুঝিতে আমায়, ভালোবাসি প্রিয়া কতটা তোমায়।

মোহিনী, তোমাকে পাইনি কোথাও খোঁজে

তোমার অসীমে প্রস্থানের পর ফের কবে দেখেছি–
আমার মনে নেই, স্মরণে নেই তোমার কোনো গ্রাফিতি।
বিদ্রোহের মাঝে দ্রোহের জ্বালা মৃদু ক্ষীণ
হিমালয়ের প্রচ্ছন্ন তুষারপাতে আবৃত
কালো ঘন মেঘ ধূসর হয়ে বিদ্রোহীর মতন ছুটে এদিক ওদিকে
বিষাদের জ্বালা যে কত নিদারুন, করুণ কিংবা কত তীব্র
সে তীব্রতার মাত্রা ডিসিবেলে করা যায় না প্রকাশ।
সেতারে কিংবা গিটারে উঠেনা সুর বিষাদের।
আমি হন্য হয়ে খোঁজে বেড়িয়েছি কালো মেঘের মতোন
আকাশে-বাতাসে মহাকাশের কৃষ্ণ গহ্বরের অতলে।
কখনো উড়েছি মৌমাছির মতোন ডানা মেলে
কলিফুলের মধু সংগ্রহে–কোথাও পাইনি খুঁজে।
কাল বৈশাখীর ঝরের শত বেগে বাবুই পাখি বাসে বাধা–
চিকন সরু নারকেল কিংবা তাল গাছে
বাবুই পাখি হয়ে টর্নেডো-সাইক্লোন ডিঙিয়ে খুঁজেছি
তোমায় ডালে ডালে।
কোথাও পাইনি তোমায়–পাইনি তোমার দর্শন কোনো গ্রহ-মহাকাশে।
তোমার অসীমে প্রস্থানের পর, ফের কবে তোমায় দেখেছি
আমার মনে নেই, স্মরণে নেই তোমার কোন স্মৃতি।

তল্পিতল্পা নিয়ে তাবলিগ জামাতের সফরের মতোন
কখনো তিন দিন, কখনো সাত কখনোবা তিন চিল্লায়
ঘুরে বেড়িয়েছি তোমার খুঁজে–
কোন প্রান্তিক কৃষক তার অতিআদরের লাল গোরুটা
বাদল দিনে হারিয়ে যাওয়ার সংবাদে
যেমন পাগলপাড়া হয়ে বেড়িয়ে যায় ছনের ঘর থেকে
সদ্য ঠোঁট ফুটে আব্বাকে বা-আ-ব্বা বলা
মিষ্টি কন্যা মেহেরুনকে রেখে;
আমিও খুঁজেছি তোমায় সেই প্রান্তিক কৃষক খাইরুল চাচার মতোন হয়ে।
শিমুলপাড়া গাঁয়ের বিধবা ইয়াছু জাহান

বর্ষার রিমিঝিম বৃষ্টিপড়া সন্ধ্যায় আঃ চুই চুই, আঃ-আঃ চুই চুই–
সুরে ডাকে তার ডিম পাড়া হাঁসগুলোর পানে–
আমিও তোমায় ডেকেছি সুরে বেসুরে ডেকেছি বিধবা ইয়াছুর মতোন
শেওলা পড়া ছাদে–
নির্ঘুম নিষ্কলঙ্ক অমাবস্যার নিশিথ রাতে।
পাইনি তোমার চিরচেনা সুরের শব্দ
উন্মাদ উন্মত্তের মতোন কত রাত কাটিয়েছি তোমার অসুখে।
কোথাও পাইনি তোমায় খুঁজে,
মেলেনি তোমার দর্শন কোন গ্রহ-উপগ্রহে।
তোমার অসীমে প্রস্থানের পর ফের কবে দেখেছিলাম–
আমার মনে নেই, স্মরণে নেই তোমার কোনো গ্রাফিতি।

দেশে দেশে কত বিদ্রোহ কলহ দ্বন্দ্ব কিংবা সামরিক যুদ্ধ বাধে–
কখনো ক্ষমতা, কখনো স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির তাগিদে
স্বাধীনতা কিংবা পরাধীনতার পর ফের একই আদর্শে সম্পর্ক গড়ে
প্রয়োজন অনুভবে–এভাবেও তো হয় দেশে দেশে রিলেশান
তুমি কি দ্বন্দ্ব ভুলে মহাকাশ ফেঁড়ে আসতে পার না আমার বুকে?
মিলিটারির আশ্রয়ে তোমায় রাখবো বুকে জায়নামাজ বিছিয়ে।
বাতাসে বাতাসে সংঘর্ষ হয়, ভুল হয় ফুলে ফুলে
একই প্রজাতিতে সুখ কি কখনো ঢের মিলে?
তুমি যে গেছ অসীমে- ফের ফিরবে কোন কাল-মহাকালে?
কবে আসবে সুরমার স্রোত উপেক্ষা করে খোয়াই নদীর কূলে?
বিশ্বাস করো মোহিনী– তোমাকে পাইনি কোথাও খোঁজে।

অনুশোচনা

ফুটন্ত শিউলিফুল ঝরে পড়ে রাত্রিশেষে
শরতের কাশফুল যায় দোলে বাতাসে
হেমন্তের আগমনকে স্বাগত জানাতে–
হয়ে যায় শুভ্রতার জীবনের নিঃশেষ।
সরোবরে জলের অভাবে ফুটে না পদ্ম–
বাগিচায় মেলে না পাপড়ি গোলাপের
যে ঈষৎ কঙ্ক ঊষ্ণ তা দিয়ে ফোটায়
ছানা নিজের করে, সে ছানাকে নিয়ে–
উড়াল দেয় কোকিল আকাশে-বাতাসে,
সহজ-সরল কাককে প্রতারিত করে।
গোলাপের বিঁধে যাওয়া কাঁটার আঘাতে
লাল ঝরে রক্ত ফোটায় ফোটায় জমিনে
আমি কখনো গোলাপের কাঁটা, কখনো হেমন্ত–
কখনো আমি কোকিলের বেশে প্রতারক।
গোলাপের সৌন্দর্য, কোকিলের প্রজন্ম নিয়ে
কল্পনা করি নিরালায়, শুনাতে চাই কুহুকণ্ঠে–
মিষ্টি গান, তবু সে সৌন্দর্য, সেই নরম সুর
বিঁধে যায় প্রিয়তমার বুকে, গেঁথে যায় চিত্তে
যে গহীন পুষ্পময় কোমল সুন্দরতম
পবিত্র হৃদয়ের অলিন্দ-নিলয়ের গহীনে–
চাষাবাদ করতে চাই ভালোবাসার শস্যে।
অথচ ঝরে যায় রুধি বোশেখী ঝড়ের বেগে
ভুলক্রমে ভুলে ভুলে, যেমন ফুটে রাহায় ফুল
অনিয়মে অনুর্বর জমিতে সময়ে-অসময়ে।
তবুও সে ভুলের আঘাতে প্রতিঘাতে–
খরার মতো ফেটে চৌচির হয়ে যায়–
মোর ফসলি হৃদয়–ব্যথা দেয় নিয়মকরে আমাকে
যেমন নিয়মকরে ঝরে যায় শিউলিফুল
রাতের অন্ধকার গভীরে, ভোর হওয়ার আগে।

ফুলের আঘাত

তোমারে যে মায়া করতো খুউব–
ভুল না কখনো তার স্মৃতি
যে মতি তোমায় কষ্ট দেয় অতীব–
সেটাই তো নিখাঁদ রতি।

তোমারে যে চাইতো নিজের লাগি
অধিকার দিতো সরোবরের
পদ্ম-শাপলা ফোটাওনি কভু–
তবুও ভুলে যেও না তার কোন ছবি।

তোমারে যে কইতো সময়ে-অসময়ে–
ভালোবাসি তোমায় অতিশয়
পাগলামি ভেবে, উন্মাদ মনে করে
দিয়েছো উড়িয়ে তাই
যেমন ধান খেতের বন পোড়ায় কৃষক
ঘূর্ণিবায়ু উড়িয়ে নিয়ে যায়–
কালো-শ্যাম বর্ণের ছাই।

তোমারে যে কথার মাঝে কইতো
'মন ভালো নেই' আমার
বুঝেও বুঝতে চাওনি কখনো তাকে
চেয়েছিল চিত্তের গহীনে তোমাকে ।

তোমারে যে লিখতো চিঠি
রুল করা সাদা ডায়েরির পাতায়
পাঠাতো চিঠি বেনামে শুভ্র খামে
অন্যকাশ থেকেও উড়াইয়ো চিঠি–
আকাশে বাতাসে মহাকাশে–
তার ঠিকানা ঘিরে।

তোমারে যে দিতো কল টানা কয়েকবার
সে জানতো দুইয়ের অধিক–
দিতে নেই কল, দিতে হয় খুদেবার্তা
তুমি বুঝে নিও, আপন আলয়ে ছিলে তুমি
মানতো না সে কোনো ফর্মাল কথাবার্তা।

তোমাকে যে কইতো আমার জ্বর খুব
কইতে তুমি মেডিসিন নাও
তুমি বুঝতে চাওনি, চেয়েছিল তোমার–
হাত কপালে, জলপট্টির বিপরীতে।

তোমাকে যে শুনাইতো কথা–
পৌষের কনকনে শীতের রাতে
তোমাকে চাইতো তার লাগি খুব
ভালোবেসে আপন মনে।

তোমারে যে কইতো সময়ে-অসময়ে–
ভালোবাসি তোমায় অতিশয়
পাগলামি ভেবে, উন্মাদ মনে করে
দিয়েছো উড়িয়ে তাই
যেমন ধান খেতের বন পোড়ায় কৃষক
ঘূর্ণিবায়ু উড়িয়ে নিয়ে যায়–
কালো-শ্যাম বর্ণের ছাই।

শূন্যের শূন্যতা

তুমি শূন্যের ইতিহাস জানো;
তুমি আল খোয়ারেজমির শূন্যের আকৃতি চিনো
ভারতবর্ষ থেকে আরব, ফিবোনিচ্চির মাধ্যমে ইউরোপে-
কী করে পাড়ি দিলো, শূন্যের মান পৃথিবীজুড়ে
সেই শূন্যের খেলায় মেতে, ভালোবাসায় ডুবে
কখন যে কেউ হয়ে যায় ফতুর
কখন যে চলে যায় পরমায়ুর সীমারেখা-
সসীম থেকে অসীমে;
শূন্যের সে ফজিলতটুকু বুঝ না তুমি!
বুঝ না তুমি অস্তিত্বের শেষ মাফকাঠি।
তুমি প্রকৃতির শূন্যতা বুঝ;
শূন্যের শূন্যতা মানো
কেবল বুঝ না তুমি-
প্রয়োজনবোধে শূন্যের প্রায়োগিক ব্যবহারখানি।
তুমি মৌলিক সংখ্যার যোগ-বিয়োগ বুঝো
করো নিয়মিত গুন-ভাগ রাত্রিশেষে
যে সরল অঙ্কের সমাধানের আলাপে একবার লাগলে প্যাচ–
উত্তর পাওয়া যায় না সঠিক কোনো কাল মহাকালে
সেই অনন্তকালের ব্ল্যাকহোলে দাঁড়িয়ে–
তবুও তুমি কষো নিয়মিত সরল-গরল অঙ্ক রাতদিন।
অথচ তুমি বুঝো না-শূন্যের ভাগ কিংবা শূন্যের গুন।
একবার, কেবল একবার–
শূন্যের গুনে গুণান্বিত হলে, হয়ে যায় জীবন ফতুর।
সেই বোধটুকু নেই তোমার, তোমার জীবন যে মধুর।

তুমি গণিতের মৌলিক সংখ্যাই বুঝো না কেবল
তুমি বুঝো পৃথিবীর সকল মৌলিকতা, মানো অভিনবত্ব
দৈর্ঘ্য, ভর, সময়-এর মতো–
করো সাত বুনিয়াদ রাশি অধ্যয়ন–
বিকীর্ণ করো আলোক রশ্মির মতো লব্ধ জ্ঞান

জানো না শুধু, মানো না কেবল–
এর বাইরের পৃথিবীর অংশটুকু।
যেমন মানো না সরণ, ত্বরণ-মন্দন।
তুমি নূতনত্ব চাও
জড়াজীর্ণ পুরানকে করে উপেক্ষা
যে পুরানে রয়েছে শেকড়, শিকড়হীন উদ্ভিদ কী আর বেঁচে রয়?
তুমি জানো ফুলের সুখ মৃত্যুতে
তব কি হেনা, জবা, কলকে ফুল প্রস্ফুটিত হতে মানা?
তুমি বুঝনি তা
তুমি বুঝো মৌলিক রঙের মেলা
লাল, নীল, হলুদের শিল্পের খেলা
কত কী করো আয়োজন, আঁকো ছবি–
তোমার চিত্ত মানজিলে
যেমন জমায়েত হয় লক্ষ মানুষ–
গ্রামে গঞ্জে নিত্যদিনকার মাহফিলে।
তুমি বুঝনি কেবল–
মৌলিকের বাইরেও যে হয় রঙ–
সাদা, বেগুনি, আসমানি আরও কত ঢঙ।

তুমি প্রকৃতির শূন্যতা বুঝ;
শূন্যের শূন্যতা মানো
কেবল বুঝ না তুমি-
প্রয়োজনবোধে শূন্যের প্রায়োগিক ব্যবহারখানি।